তারিখ ... 11 JUN 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

দৈনিক খবর

প্রাথমিক শিক্ষকদের দায়িত্ব

দেশকে অশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে প্রাথমিক শিক্ষকদের ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম। তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষিত করে তোলার যে গুরুদায়িত্ব তাঁরা বহন করে চলেছেন তার পাশাপাশি বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণেও তাঁদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে। প্রত্যন্ত পল্লীর নিভৃত প্রান্তরে দেশের যে সব সন্তান অক্ষর জ্ঞানলাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছেন, তাদেরকে সাক্ষর করে তোলার মতো মহৎ কাজ আর কিছু নেই। এ কাজে সহায়তাদানে শিক্ষিত সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারেন প্রাথমিক শিক্ষকরা।

সম্ভবতঃ এ কারণেই প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ সম্প্রতি বলেছেন যে, দেশে সাক্ষরতার হার বাড়াতে প্রাথমিক শিক্ষকদের মুখ্য ভূমিকা নিতে হবে। গত শুক্রবার ঢাকার মিরপুরে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির এক সমাবেশে ভাষণ দানকালে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। সমাজ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মুছে ফেলতে সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালানোর জন্য তিনি প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানান। প্রধানমন্ত্রী সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, সাক্ষরতা বাড়াতে পারলে তা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সহায়ক হবে। কাজী জাফর বলেন, এক হাতে জনবিস্ফোরণ রোধ করতে হবে এবং অন্য হাতে বর্তমান জনসংখ্যাকে অর্থপূর্ণ মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে এবং এটা একমাত্র শিক্ষা সম্প্রসারণের দ্বারাই সম্ভব।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জাতি হিসেবে দুনিয়ার বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদেরকে একদিকে দারিদ্র্য দূরীকরণে বিরামহীন সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে হবে, অপরদিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মুছে ফেলার জন্যে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সাক্ষরতার হার যত বাড়বে, দেশের অগ্রগতি ততই ত্বরান্বিত হবে। মনে রাখা দরকার যে, আমাদের দেশের ভয়াবহ দারিদ্র্যের মূলে যে সব কারণ নিহিত আছে, তার মধ্যে নিরক্ষরতাই প্রধান কারণ। অজ্ঞ, অশিক্ষিত, নিরক্ষর জাতি কখনও সামনে এগিয়ে যেতে পারে না। নিরক্ষরতা মানুষকে স্থবির ও গতিহীন করে ফেলে। যে জড়তা ও উদ্যমহীনতা সমাজকে পঙ্গু করে ফেলেছে, তাকে কাটিয়ে উঠতে হলে সবার আগে সাক্ষরতার হার বাড়ানোর জন্যে জোরদার প্রচেষ্টা নিতে হবে। সাক্ষরতা না বাড়লে দেশের ৬৮ হাজার গ্রামে কখনও কর্মচাঞ্চল্য জাগবে না। আর কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি না হলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতিও ত্বরান্বিত হবে না। সম্ভবতঃ এ কারণেই প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর বলেছেন যে, সাক্ষরতার হার বাড়লে দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতেও তা সাহায্য করবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। ১৯৯১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে এ নীতির বাস্তবায়ন শুরু হবার কথা। আমাদের দেশের জন্যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যুগ যুগ ধরে অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকা একটা দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নীতি বাস্তবায়নের পথে অনেক দুরূহ বাধা রয়েছে। গ্রামাঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সক্রিয় সহযোগিতায় পরিকল্পিত পদক্ষেপ নিয়ে এ সব বাধা কাটিয়ে উঠে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন প্রাথমিক শিক্ষকরা। সন্তানকে বিদ্যালয়মুখী করার জন্যে গ্রামের কৃষকদের মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে তোলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। একটা কৃষিভিত্তিক সমাজে এ আগ্রহ জাগানো যে কত কঠিন তা আর ব্যাখ্যা করে বুঝাবার দরকার করে না। এ ব্যাপারেও প্রাথমিক শিক্ষকদের অনেক দায়িত্ব আছে। প্রাথমিক শিক্ষকরা শুধু বিদ্যালয়েই গুরু নন, বিদ্যালয়ের বাইরে সমাজেরও তাঁরা গুরুস্থানীয়। তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষিত করে তোলার জন্যে বিদ্যালয়ে নির্ধারিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালনের পাশাপাশি অজ্ঞতার অভিশাপ মুছে ফেলে সমাজকে জাগিয়ে তুলতেও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন এটাই প্রত্যাশিত।